সমকাল

তারিখ … [illegible] 2013 …
পৃষ্ঠা … 2 … কলাম … ৫ …

মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ৫০ কোটি ডলার দেবে এডিবি

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে ৫০ কোটি ডলার বা ৪ হাজার কোটি টাকা সহায়তা দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। ম্যানিলাভিত্তিক বহুজাতিক ঋণদানকারী এ সংস্থার প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়ে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যয় হবে। শিগগিরই এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে এডিবির চুক্তি সই হবে। গতকাল এডিবির ঢাকা অফিস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে চলমান সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে অর্থায়ন করবে এডিবি। ১০ বছর মেয়াদি গৃহীত এ সংস্কার কর্মসূচির আওতায় মাধ্যমিক স্তরে অতিরিক্ত ৩৫ লাখ শিক্ষার্থীর সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষার সুযোগের পাশাপাশি ১ লাখ ৪৫ হাজার শিক্ষক ও ১০ হাজার নতুন বিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে এ প্রকল্পের আওতায়। ২০২৩ সালের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আওতায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরি, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদান প্রভৃতি খাতে অর্থায়ন করবে এডিবি। মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষায়ও সহায়তা করা হবে।

প্রতিশ্রুত ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে ৯ কোটি ডলার। অবশিষ্ট অর্থ তিন কিস্তিতে আগামী তিন বছরের মধ্যে ছাড় করা হবে। সহজ শর্তে এ ঋণ দেওয়া হবে। সুদহার হবে ১ শতাংশের নিচে। পরিশোধ করতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে বেশি অর্থায়ন করে থাকে এডিবি। স্বাধীনতা-উত্তর থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শিক্ষা খাতে ১৩০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে সংস্থাটি। দীর্ঘমেয়াদে এ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা।

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রতি বছর ২০ লাখ নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই অদক্ষ। বিশ্বব্যাংক মনে করে, শ্রমশক্তির বিশাল এ অংশ অদক্ষ থাকায় উৎপাদনশীলতা কম হচ্ছে। অথচ এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই শ্রমশক্তির বিশাল এ অংশকে কাজে লাগাতে হলে তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে।

এ প্রসঙ্গে এডিবির দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক স্যাংসপ রা বলেন, আগামী এক দশকে বিপুলসংখ্যক কর্মযোগ্য জনসংখ্যার দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ, যারা হবেন অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, প্রাথমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার বাড়লেও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। এখানে শিক্ষক, শিক্ষাদান পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা রয়েছে। তা ছাড়া ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেশি। বিশ্বব্যাংকের মতে, মাধ্যমিক স্তরে ১০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে এখনও ৪৬ জন লেখাপড়া শেষ না করেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে।